Chapter no -04
Lecture no -26+27
Predicables
বিধেয়ক

বিধেয়ক হচ্ছে একটি সম্পর্কের নাম। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Predicables. এর উদ্ভাবক হলেন গ্রীক দার্শনিক এ্যরিষ্টটল।

সংজ্ঞাঃ উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মঝামাঝি বা মাঝে যে সম্পর্কের স্থাপন করা হয় তাকে বিধেয়ক বলে।

বিধেয়	বিধেয়ক
১। একটি পদের নাম	১। একটি পদ নয়
২। যুক্তিবাক্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ	২। যুক্তিবাক্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়
৩। অপেক্ষাকৃত কম শর্ত সাপেক্ষ	৩। অপেক্ষাকৃত বেশি শর্ত সাপেক্ষ
৪। সুনির্দিষ্ট কোনো শ্রেণি বিভাগ নেই	৪। শ্রেণি বিভাগ রয়েছে।
৫। সদর্থক বা নঞর্থক উভয় যুক্তিবাক্যে বিধেয় থাকে।	৫। শুধু সদর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে।

এ্যরিষ্টটলের মতে- বিধেয়ক ৪ প্রকার

১, সংজ্ঞা
২, জাতি
৩, উপলক্ষণ
৪, অবান্তর লক্ষণ

➪ পরফিরি মতে বিধেয়ক হলো পাঁচ প্রকার। যথা:

১। জাতি
২। উপজাতি
৩। লক্ষণ/বিভেদক লক্ষণ
৪। উপ লক্ষণ

৫। অবান্তর লক্ষণ

প্রশ্ন ১। বিধেয় এবং বিধেয়ক কি সমার্থক? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '১৯,]

উত্তর: বিধেয় ও বিধেয়ক সমার্থক নয়। একটি যুক্তিবাক্যে দুটি পদ থাকে যার মধ্যে একটি হলো বিধেয়। তাই বিধেয় হলো যুক্তিবক্যের একটি পদ। আর বিধেয়েক হলো এক প্রকার সম্পর্ক। কোনো জাতি বা শ্রেণিবাচক বিধেয় পদবিশিষ্ট সদর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদের সাথে বিধেয় পদের যে সকল সম্পর্ক থাকতে পারে সেই সকল সম্পর্ককে বিধেয়ক বলে। তাই বিধেয়ক হলো এক প্রকার সম্পর্ক যা কেবল সদর্থক যুক্তিবাক্যে থাকে। যেহেতু বিধেয় একটি পদ এবং বিধেয়ক এক প্রকার সম্পর্ক, তাই বিধেয় ও বিধেয়ক সমার্থক নয়।

প্রশ্ন ২। জাত্যর্থের সাথে লক্ষণের সম্পর্ক কী? [রা. বো. '১৭,]

উত্তর: জাত্যর্থের সাথে লক্ষণের সম্পর্ক হলো লক্ষণ জাত্যর্থের অপরিহার্য অংশ। জাত্যর্থ হলো একটি পদের গুণের দিক। কোনো একটি পদের যে আবশ্যিক গুণ থাকে, তাই হলো জাত্যর্থ। আর লক্ষণ বলতে কোনো একটি এমন গুণকে বোঝায় যা কোনো একটি উপজাতিকে সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করে। যেমন: 'মানুষ' পদের জত্যর্থ হলো 'জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি,। আর 'মানুষ' উপজাতির লক্ষণ হলো 'বুদ্ধিবৃত্তি'। কেননা এটি মানুষ উপজাতিকে সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, লক্ষণ হচ্ছে যে, লক্ষণ হচ্ছে জাত্যর্থের অপরিহার্য অংশ।

প্রশ্ন ৩। 'বিধেয় একটি সম্পর্কের নাম'–বুঝিয়ে বল। [য. বো. '১৯, চ. বো. '১৭]

উত্তর: কোনো জাতি বা শ্রেনিবাচক বিধেয় পদবিশিষ্ট সদর্থক যুক্তিবাক্যের উদেশ্য পদের সাথে বিধেয় পদের সাথে যেসব সম্পর্ক হতে পারে, সেসব সম্পর্ককে বিধেয় বলে। বিধেয়ক কেবল সদর্থক যুক্তিবাক্যে থাকে, নঞর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয় থাকে না। কেননা নঞর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় না। যেমন: 'মানুষ হয় জীব' এ যুক্তিবাক্যটি একটি সদর্থক যুক্তি বাক্য এখানে 'মানুষ' ও 'জীব' পদের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কই হলো বিধেয়ক। তাই বলা যায়, 'বিধেয়ক হলো একটি সম্পর্কের নাম।